ড. মুনীরউদ্দিন আহমদ ▶

এবোলা : বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার জন্য এক মহাসংকট

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ভারত, বাংলাদেশ বা চীনের মতো ঘনবসতিপূর্ণ দেশে এবোলা একবার ঢুকতে পারলে এর বিস্তার রোধ অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। এবোলা সংক্রমণ রোধ ও নিয়ন্ত্রণ চিকিৎসাবিজ্ঞানের জন্য এক দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবোলাকবলিত দেশগুলোর নার্স ও চিকিৎসকরা এই রোগ সামলাতে পারছেন না বলে উন্নত দেশ থেকে আগত অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবী নার্স, চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও অনেক দাতব্য সংস্থা উপদ্রুত এলাকায় দিন-রাত কাজ করে যাচ্ছেন। এসব বিদেশি স্বেচ্ছাসেবী চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীর বেশ কয়েকজন পর্যাপ্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার পরও এবোলায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন

২৮ আগস্ট কালের কণ্ঠে এবোলার ওপর আমার একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল। সেই প্রবন্ধের উপসংহারে আমি লিখেছিলাম, সরকার জরুরি ভিত্তিতে রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে এবোলা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে। আফ্রিকার যেসব দেশে এই মারণঘাতী ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে, সেসব দেশে কর্মরত বাংলাদেশি নাগরিক ও পেশাজীবীরা যেকোনো সময় দেশে ফিরতে পারেন। তাঁদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেশে ঢুকতে দেওয়ার ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু গত ১২ অক্টোবর কালের কণ্ঠের এক প্রতিবেদনে জানা যায়, ছয় লাইবেরিয়া প্রবাসী এবোলা পরীক্ষা ছাড়াই ইমিগ্রেশন পেরিয়ে দেশে ফিরেছেন। খবরে প্রকাশ, ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কোনো ধরনের ডাক্তারি পরীক্ষা ছাড়াই প্রাণঘাতী এবোলা ভাইরাসকবলিত লাইবেরিয়া থেকে বাড়ি ফিরে এসেছেন ছয় প্রবাসী। গত বুধ ও বৃহস্পতিবার তাঁরা ঢাকা বিমানবন্দরে নেমে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই বরিশালের গৌরনদী ও মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলার নিজ বাড়িতে পৌঁছেছেন। ডাক্তারি পরীক্ষা ছাড়া তাঁরা এলাকায় যাওয়ায় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে এবং কর্তৃপক্ষের নেওয়া কথিত পদক্ষেপের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। দেশবাসী বা কর্তৃপক্ষ এখনো জানে না, আগত প্রবাসীরা এবোলা ভাইরাসমুক্ত, না এবোলায় আক্রান্ত। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া লাইবেরিয়ার মতো একটি ভাইরাসকবলিত দেশ থেকে প্রবাসীদের নির্বিঘ্নে দেশে ঢুকতে দেওয়া কর্তৃপক্ষের নিছক অজ্ঞতা ও অবহেলারই বহিঃপ্রকাশ বলে আমি মনে করি। এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে আর না হয়, সেদিকে কর্তৃপক্ষ ও সরকার নজর দেবে, এ আমাদের বিশ্বাস। কারণ এবোলা এখন আর শুধু পশ্চিম আফ্রিকার দেশ লাইবেরিয়া, সিয়েরালিয়ন, গিনি ও নাইজেরিয়ায়ই সীমাবদ্ধ নেই। এই মারণঘাতী এবোলা ভাইরাস আফ্রিকার সীমানা ছাড়িয়ে পৃথিবীর অনেক দেশে অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। মৃত্যুহারও অতি দ্রুত বাড়ছে। সম্প্রতি সিএনএন টেলিভিশন চ্যানেলে যুক্তরাষ্ট্রের ডিজিজ কন্ট্রোল ও প্রিভেনশন সেন্টারের পরিচালক ড. টম ফ্রিডেন জরুরি ভিত্তিতে এক দীর্ঘ বক্তব্য রেখেছেন। তাঁর বক্তব্য ব্রেকিং নিউজ হিসেবে একাধিক চ্যানেলে প্রচারিত হয়েছে। তার কারণ, যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস হেলথ প্রেসবাইটেরিয়ান হাসপাতালে এবোলায় আক্রান্ত প্রথম রোগী থোমাস এরিক ডানকান গত বুধবার মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁকে সেবা-শুশ্রূষা করতে গিয়ে নিনা ফাম নামের এক নার্স এবোলায় আক্রান্ত হয়ে এখন একই হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন। এরিক ডানকান লাইবেরিয়া থেকে ডালাস পৌঁছার কয়েক দিন পর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি লাইবেরিয়ায় থাকাকালে এবোলা সংক্রমণের শিকার হন। এরিক ডানকানের দৃষ্টান্ত থেকে এটুকু বুঝতে কষ্ট হয় না যে সুস্থ অবস্থায় দেশে ফিরলেও এটা নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না, ফেরত প্রবাসীরা আফ্রিকায় এবোলা সংক্রমণের শিকার হননি। আমাদের মনে রাখতে হবে—ভাইরাস সংক্রমণ ও রোগের উপসর্গ দৃশ্যমান হতে কম করে হলেও দুই থেকে ২১ দিন সময় লাগে। সুতরাং যেসব বাংলাদেশি নাগরিক লাইবেরিয়া থেকে দেশে ফিরেছেন, তাঁদের অনতিবিলম্বে সংক্রমণ রোধকল্পে নিরাপত্তামূলক এলাকায় (Quarantine) সরিয়ে নিতে হবে এবং তাঁরা এবোলায় আক্রান্ত কি না পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত নিরাপত্তামূলক এলাকায় বিচ্ছিন্ন রাখতে হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এবোলাকবলিত অঞ্চল ভ্রমণ করে দেশে ফেরার পর তাঁদের ওপর কঠোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হচ্ছে এবং পর্যটকদের নিরাপত্তামূলক এলাকায় রাখা হচ্ছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জ্বর ও অন্যান্য সন্দেহমূলক উপসর্গ নিয়ে দেশে ফেরার পর পর্যটকদের আর বাড়ি যেতে দেওয়া হচ্ছে না। তাদের সরাসরি হাসপাতালে বা অন্যান্য কোয়ারেনটিন বা নিরাপত্তামূলক এলাকায় বিচ্ছিন্ন করে রেখে চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষা দেওয়া হচ্ছে। শুধু আমেরিকা নয়, পর্যটক বা প্রবাসীদের কারণে আরো অনেক দেশে এবোলার বিস্তার ঘটছে। পর্যটকদের কারণে সারা বিশ্বে এবোলা ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনাকে বিশেষজ্ঞরা উড়িয়ে দিচ্ছেন না। নাইজেরিয়ার এক পর্যটক লাইবেরিয়ায় এবোলায় আক্রান্ত হয়ে দেশে ফেরার পর তাঁর অঞ্চলে এবোলার বিস্তার ঘটে, যদিও তা পরে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। একইভাবে সেনেগালের এক পর্যটক গিনিতে এবোলায় আক্রান্ত হয়ে দেশে ফিরে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। অস্ট্রেলিয়ার একটি ঘটনা পড়লে আমরা বুঝতে পারব বিশ্বব্যাপী সরকার ও যথাযথ কর্তৃপক্ষ এবোলা বিস্তারকে কত গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করেছে এবং এর নিয়ন্ত্রণে কী কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। ৫৭ বছর বয়সী এক স্বেচ্ছাসেবী নার্স এক মাস সিয়েরালিয়নে এবোলায় আক্রান্ত রোগীকে নিয়ে কাজ করে দেশে ফেরার পর ৯ অক্টোবর জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। তাঁকে জরুরি ভিত্তিতে বাসা থেকে হাসপাতালের নিরাপত্তামূলক এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়। প্রথম পরীক্ষায় জানা যায় তিনি এবোলায় আক্রান্ত নন। কিন্তু দ্বিতীয় পরীক্ষার জন্য তাঁকে ১২ অক্টোবর পর্যন্ত নিরাপত্তামূলক এলাকায় বিচ্ছিন্ন থাকতে হয়। দ্বিতীয় পরীক্ষায় চিকিৎসকরা নিশ্চিত হন যে রোগী এবোলামুক্ত। তার পরও তাঁকে বাসার নিরাপত্তামূলক এলাকায় ২১ দিন

থাকতে হবে চূড়ান্তভাবে নিশ্চিত হওয়ার জন্য যে তিনি এবোলা থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ। একইভাবে নিরাপত্তামূলক এলাকায় বিচ্ছিন্ন রেখে পশ্চিম আফ্রিকা থেকে ফেরত আসা পর্যটকদের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে বেলজিয়াম, ব্রাজিল, কানাডা, চেক রিপাবলিক, ফ্রান্স, কেনিয়া, মেসিডোনিয়া, পোল্যান্ড, উগান্ডাসহ আরো অনেক দেশ। অথচ বাংলাদেশে লাইবেরিয়া থেকে ফেরত আসা ছয় বাংলাদেশি কোনো ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই, নিরাপত্তামূলক এলাকায় না থেকেই দিব্যি বাড়ি চলে গেলেন। লক্ষণীয় ব্যাপার হলো—এবোলায় সংক্রমণের উপসর্গ দৃশ্যমান হওয়ার সময়সীমা ২১ দিনের মধ্যেই তাঁরা এখনো রয়েছেন। আরো একটি ব্যাপার আমাদের খুব গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় নিতে হবে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ভারত, বাংলাদেশ বা চীনের মতো ঘনবসতিপূর্ণ দেশে এবোলা একবার ঢুকতে পারলে এর বিস্তার রোধ অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। এবোলা সংক্রমণ রোধ ও নিয়ন্ত্রণ চিকিৎসাবিজ্ঞানের জন্য এক দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবোলাকবলিত দেশগুলোর নার্স ও চিকিৎসকরা এই রোগ সামলাতে পারছেন না বলে উন্নত দেশ থেকে আগত অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবী নার্স, চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও অনেক দাতব্য সংস্থা উপদ্রুত এলাকায় দিন-রাত কাজ করে যাচ্ছেন। এসব বিদেশি স্বেচ্ছাসেবী চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের বেশ কয়েকজন পর্যাপ্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার পরও এবোলায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। নিশ্ছিদ্র, আপাদমস্তক নিরাপত্তামূলক পোশাক-পরিচ্ছদ, উন্নত প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি, ওষুধপথ্য ব্যবহার করেও সারা বিশ্ব থেকে আসা এসব নির্ভীক চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা এবোলা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হচ্ছেন। আফ্রিকায় এবোলা আক্রান্ত রোগীকে জার্মানি, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, স্পেন, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্রসহ আরো অনেক দেশে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এবং সুস্থ হওয়ার পর দেশে ফেরত পাঠানো হচ্ছে। কিন্তু ভারত বা বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোতে এবোলার প্রাদুর্ভাব ঘটলে তার নিয়ন্ত্রণ বিস্তার রোধ ঠেকানোর জন্য পর্যাপ্ত চিকিৎসক, নার্স, হাসপাতাল, প্রযুক্তিগত জ্ঞান-বুদ্ধি, যন্ত্রপাতি, সাহস, ধৈর্য আমাদের নেই। ভারতের স্বাস্থ্যব্যবস্থার সঙ্গে আমাদের দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার তুলনা হয় না। ভারত এই খাতে অনেক এগিয়ে। তার পরও বিশেষজ্ঞরা এবোলা ম্যানেজমেন্টে ভারতের সক্ষমতা নিয়ে সন্দিহান। সে ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান ধর্তব্যের মধ্যেই আসে না। আর সে কারণেই আমাদের মতো ভঙ্গুর ও অস্থিতিশীল স্বাস্থ্যব্যবস্থার দেশে এবোলার প্রবেশ ও বিস্তার এক মহাবিপর্যয় ডেকে আনবে বলে তা যেকোনো মূল্যে ঠেকাতে হবে। পিটার পিয়ট, যিনি এবোলা ভাইরাস আবিষ্কার ও নামকরণ করেছেন, গার্ডিয়ান পত্রিকায় দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, উত্তর আমেরিকা বা ইউরোপে এবোলার প্রাদুর্ভাব ও বিস্তার দ্রুত ও সহজে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। আমি চিন্তিত এই ভেবে যে ভারতের অসংখ্য মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্য ও কর্মী হিসেবে পশ্চিম আফ্রিকায় কাজ করছেন। তাঁদের মধ্যে কোনো একজন যদি এবোলায় আক্রান্ত হন, ভারতে ভ্রমণ করেন, এবোলার সুপ্তাবস্থায় (incubation) আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং অসুস্থ হয়ে পাবলিক হাসপাতালে ভর্তি হন, তবে তাতে এক মহাবিপর্যয়ের সৃষ্টি হতে পারে। ভারতের চিকিৎসক ও নার্সরা প্রায়ই নিরাপত্তামূলক হাতমোজা (Gloves) পরেন না। ফলে চিকিৎসক ও নার্সরা রোগীর চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষা করতে গিয়ে এবোলায় আক্রান্ত হয়ে পড়বেন। পরে তাঁরা এবোলার বাহক হিসেবে অসংখ্য মানুষকে সংক্রমিত করে এই মরণঘাতী রোগের বিস্তার ঘটাবেন। আগেই বলেছি, বাংলাদেশের অবস্থা নিশ্চয়ই ভারতের চেয়ে ভিন্ন নয়, উন্নতও নয়। বরং অবস্থা এমন যে ছোটখাটো রোগ-বিমারির চিকিৎসায়ও আমাদের ভারতে দৌড়াতে হয়। ভারত সম্পর্কে একজন এবোলা বিশেষজ্ঞের মতামত যদি এমন নেতিবাচক হয়, তবে বাংলাদেশ সম্পর্কে এবোলা বিশেষজ্ঞদের মনোভাব ও চিন্তাধারা কেমন হবে, তা বুঝে নিতে কারো কষ্ট হওয়ার কথা নয়।

গত সোমবার জেনেভায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক ড. মার্গারেট চেন বলেছেন, 'এবোলার প্রাদুর্ভাব ও বিস্তার বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার জন্য এক মহাসংকটের সৃষ্টি করছে। কারণ ৮ অক্টোবর পর্যন্ত এবোলা সংক্রমণের কারণে মোট মারা গেছেন চার হাজার ৩৩ জন। এর মধ্যে লাইবেরিয়ায় দুই হাজার ৩১৬ জন, গিনিতে ৭৭৮ জন, সিয়েরালিয়নে ৯৩০ জন, নাইজেরিয়ায় আটজন এবং যুক্তরাষ্ট্রে একজনের মৃত্যু হয়েছে। আগস্ট মাসের শেষ নাগাদ এবোলায় মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৯৬১ জন। ১৯৭০ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ৪৫ বছরে আফ্রিকার ১০টি দেশে ২৫ বার এবোলা সংক্রমণের ঘটনা ঘটেছে এবং তাতে তিন হাজার ৩৪৮ জন রোগীর মধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন মোট দুই হাজার ৫৫১ জন। অথচ শুধু গত আড়াই মাসে এবোলা সংক্রমণে মৃত্যু হলো চার হাজার ৩৩ জন রোগীর।' ড. মার্গারেট চেন আরো বলেছেন, 'এবোলা রোগীর সংখ্যা এত দ্রুত বাড়ছে যে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া রীতিমতো অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিস্থিতি দিন দিন অবনতির দিকে যাচ্ছে। আতঙ্কের ব্যাপার হলো, এ পর্যন্ত মোট মৃত্যুর ৪০ শতাংশই ঘটেছে মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে। সুতরাং সামনের সপ্তাহ, মাস বা বছরে কী ঘটবে তা নিশ্চতভাবে বলতে পারছেন না কেউই।' বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় কর্মরত বিশেষজ্ঞ ড. ক্রিস্টোকার ডাই (Dye) বলেছেন, 'এবোলায় মৃত্যুর বর্তমান গতিধারা চলতে থাকলে আমরা প্রতি সপ্তাহে শত শত রোগী মারা যাওয়ার পরিবর্তে হাজার হাজার রোগী মারা যাওয়ার দৃশ্য দেখব।' ড. ডাই আরো বলেন, বর্তমানে প্রতি সপ্তাহে ৫০০ মানুষ এবোলায় আক্রান্ত হচ্ছে। এই সংখ্যা আরো কত দ্রুত বাড়বে তা বলা দুষ্কর।

পশ্চিম আফ্রিকা অঞ্চলে এবোলা ভাইরাসের প্রকোপ এতটাই মারাত্মক রূপ নিয়েছে যে, বলা হচ্ছে এইচআইভি এইডসের পর এবোলা ভাইরাসই সবচেয়ে বিপজ্জনক হুমকি হিসেবে দেখা দিয়েছে। গিনির রাজধানী কোনাক্রিতে এবোলা রোগীর সংখ্যা বাড়ছে বলে জানিয়েছে দাতব্য সংস্থা মেডিসিন সাঁ ফ্রঁতিয়াস। সংস্থাটি বলেছে, দ্রুত হারে এবোলা ছড়াতে থাকায় সহযোগিতা প্রদানের ক্ষেত্রেও এখন তারা হিমশিম খাচ্ছে। গিনি, সিয়েরালিয়ন ও লাইবেরিয়ার রাজধানী শহরগুলোতেও এবোলা ছড়িয়ে পড়ার আতঙ্ক ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কর্মকর্তারা।

কবে নাগাদ এই এবোলা সংক্রমণের প্রাদুর্ভাবের সমাপ্তি ঘটবে তা পরিষ্কার নয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কর্মকর্তারা বলছেন, এবোলা প্রাদুর্ভাব ছয় থেকে ৯ মাসের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এই সময়ের মধ্যে এবোলা প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণ সম্ভব, যদি পর্যাপ্ত ধন-সম্পদ, আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ও সেবা-সামগ্রীর প্রাপ্তি নিশ্চিত করা যায়। আর এ কারণেই পৃথিবীর প্রতিটি দেশকে সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এগিয়ে আসতে হবে। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তথ্য-উপাত্ত, সাহায্য-সহযোগিতার আদান-প্রদান ইদানীং সহজলভ্য হয়ে ওঠার কারণে অনেক বিপর্যয়কে সময়মতো ঠেকানো সম্ভব হয়েছে। একইভাবে এবোলা সংকট মোকাবিলা করে বিশ্বের লাখো-কোটি মানুষকে আসন্ন বিপর্যয় থেকে রক্ষা করা যাবে—এটিই আমাদের প্রত্যাশা।

লেখক : অধ্যাপক, ফার্মাসি অনুষদ, ঢাবি
drmuniruddin@gmail.com